অল ইউনিভার্সিটি ফেয়ার

তারিখ 10 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তরুণ বন্ধুরা এইচএসসি পরীক্ষা তো শেষ হলো। নিশ্চয়ই পরীক্ষা ভালো হয়েছে। আর আমরা নিশ্চিত তোমরা এরই মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি যুদ্ধে নামার জন্য কোচিং বা বাসায় ধুমছে লেখাপড়া করছ। তাছাড়া জুলাই মাস সবে শুরু হলো কদিন পরই রেজাল্ট বের হবে। এই সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে কোথায় কোথায় ভর্তি পরীক্ষা দেবে তোমরা। তোমাদের এই সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে পালিত হলো অল ইউনিভার্সিটি ফেয়ার ২০০৭। নিশ্চয়ই বেরিয়ে এসেছিলে। আর ইতিমধ্যেই হয়তো সিদ্ধান্ত তৈরি করে ফেলেছ কী করবে এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেবে।

যারা এই মেলায় যেতে পারোনি তারা জেনে নাও কী কী ছিল এই মেলায়। ৫ জুলাই শুরু হওয়া এই মেলায় প্রথমদিন তরুণ-তরুণীদের নিয়ে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এবং বিডি জবস-এর পক্ষ থেকে ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ হয়।

মেলা চত্বরে স্টল খুলে বসা বিভিন্ন সেবা বুথগুলোর নিজস্ব একটিভিটির ওপর আলোচনা হয়। মেলা চত্বরের ভেতর তখন শব্দের গমগম অবস্থা। স্টল সাজিয়ে বসে থাকা ৬৫টি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টলের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। যেকোনো স্টলের সামনে দাঁড়ালেই দায়িত্বরত ভাইয়া বা বোনটি উঠে প্রশ্ন করছিল এক্সকিউজমি বলো তোমার জন্য কী করতে পারি। শেষে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিফ হেসে উত্তর দেয় আপু আমি ইউকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির তথ্য জানতে চাই। মুহূর্তের মধ্যে আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রীর জড়ো হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল ব্রিফিং-এর পালা।

ব্রিফিং শেষে আরিফসহ ওর সাথে আসা একদল বন্ধুরা চলে যায় আরেক স্টলে। ওদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কেমন লাগছে? উত্তরে সাজু, মুন, রুদ্র, শান্তা, জনি, আরিফ, তনিমা সবাই একসাথে বলল খু-উ-ব ভালো। মুন বলে উঠল এ ধরনের ফেয়ার আমাদের দেশের সব জায়গায় হওয়া উচিত। সাজুর মতে ফেয়ারের মূল বিষয় যেন ছাত্র-ছাত্রীদের সেবাদানের বিপরীতে তাদের কাছ থেকে উৎকোচ না নেয়া হয়। তনিমার মুখে শোনা গেল অন্যরকম। বিদেশে লেখাপড়ার জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান যেভাবে ভিসা

প্রসেসিং এবং দেশের বাইরে পাঠানোর ব্যাপারে সার্ভিস চার্জ-এর বিষয়টি দেখছে সেটা নিঃসন্দেহে ঠিক হচ্ছে না। তারপরও মেলার আয়োজন চমৎকার। অন্তত যারা এই মেলায় আসবে তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবে। কোথায় কীভাবে ভর্তি হওয়া যাবে এই তথ্যটাই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনেক।

দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি তথ্য, ন্যূনতম যোগ্যতা ভর্তির সময় যা যা লাগবে সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে মেলার অন্য পাশটাতে সাজানো হয়েছিল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি তথ্য বুথ। আর সব শেষ দিন মেলায় যারা টিকেট কেটে প্রবেশ করেছিল তাদের টিকেটের একাংশ দিয়ে হয়েছিল র‍্যাফেল ড্র।।

মামুনুর রহমান